ভালবেসে বিয়ের চার মাস পরেই আত্মহুতি দিলেন স্কুল ছাত্রী তাপসী

ভালবেসে বিয়ের মাত্র চার মাসের মাথায় গলাই ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করলো তাপসী খাতুন নামের এক স্কুল ছাত্রী।

তাপসী খাতুন গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের মন্ডল পাড়া এলাকার সাবান আলীর মেয়ে এবং করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে স্বামীর বাড়িতে নিজ ঘরের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন তাপসী।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে তেতুঁলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল ওহাব জানান, তাপসী তার স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় আত্মহত্যা করেছে।

তাপসীর স্বামী পলাশ জানান, তার সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আমার সাথে সামান্য কথাকাটি হওয়ায় সে ঘরের ভিতরে ওড়না পেছিয়ে ঝুলছিল। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় করমদী সন্ধানী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, তাপসী খাতুন ও পলাশ করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একই ক্লাসের শিক্ষার্থী। তাদের দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় চার মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। তাপসী ও পলাশ চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। তারা দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে পানের বরজ পুড়ে

১৮ লাখ টাকার ক্ষতি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৩নং তাহেরহুদা ইউনিয়নের ক্যানেল মাঠ নামক স্থানে আগুন লেগে বিশ বিঘা জমির পানের বরজ পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি।

মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, তারা মাঠের দিকে বিকট শব্দ শুনতে পান। পরে এসে দেখে পানের ক্ষেতে বড় বড় আগুনের কুন্ডলি।

তাৎক্ষনিক তারা মাঠের দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখে গ্রামের নুরালি মিয়ার পানক্ষেত থেকে আগুনের উৎপত্তি ঘটে, একে একে গ্রামের টগর, মিল্টন, আকমল, মাসুদ, বাদল, মনা, মফিজ, লুকমান, রবিউল,শিলনসহ আরো অনেকের জমির পানক্ষেত আগুনে পুড়ে ছায় হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে ঝিনাইদহ ও হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

জীবননগরে ইসলামি ফাউন্ডেশনের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

জীবননগর উপজেলা ইসলামি ফাউন্ডেশনের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় জীবননগর উপজেলা হল রুমে ইসলামি ফাউন্ডেশনের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে র্যালী, আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠান শেষে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ আয়েশা সুলতানা লাকী, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ জাকির হোসেন মড়ল, এস.আই শেখ মাহবুব।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন, ইসলামি ফাউন্ডেশন জীবননগরের ফিল্ড সুপার ভাইজার আঃ হাকিম।

গাংনীতে টিসিবির পন্য নিতে উপচে পড়া ভীড় দেরীতে বিক্রি শুরু হওয়ায় জনদূর্ভোগ

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে মেহেরপুরের গাংনীতে শুরু হয়েছে টিসিবির পন্য বিক্রি। এসকল পন্য সকাল ৯টা থেকে বিক্রি শুরু হবার কথা থাকলেও দেরীতে পন্য বিক্রি শুরু হয়।

ফলে কার্ডধারীরা সারাদিন অপেক্ষা করেন স্বল্প মুল্যে তাদের পন্য নেয়ার জন্য। এতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের।

তাছাড়া ডিলারের সংখ্যা কম হওয়ায় দু তিনটি ওয়ার্ডের লোকজন দীর্ঘ লাইনে ভীড় জমায় তা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নের জন্য ৬ জন ডিলার নিযুক্ত করা হয়। মোট ৩৫ হাজার ১১৯ টি পরিবার এখান থেকে ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পন্য কিনতে পারবেন।

দু’কেজি চিনি, দু’কেজি ডাল ও দু’লিটার তেলের জন্য প্রদান করতে হবে ৪৬০ টাকা। বামন্দী, ষোলটাকা রাইপুর, সাহারবাটি, কাথুলী ও তেতুঁলবাড়িয়া ইউনিয়নের জন্য মাত্র তিনজন ডিলার নিযুক্ত করা হয়। এতে করে দুর্ভোগ বেড়ে গেছে।

এদিকে মালঅমাাল নিতে আসা মানিকদিয়া গ্রামের কয়েকজন তাদের কার্ড হারিয়ে ফেলায় শুন্য হাতে ফিরেছেন। প্রচন্ড ভীড়ে তাদের কার্ডটি হারিয়ে গেছে বলে জানান তারা। আবার অনেকেই কার্ড চুরিও করেছেন। নাম ও মোবাইল নম্বর লেখা থাকায় সেটি চেনারও উপায় নেই।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, বেশ কিছু নিয়ম মেনেই ডিলাররা পন্য বিক্রি করেন। নিয়ম মানতে গিয়েই একটু দেরী হয়। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিলারের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি জেলা প্রশাসকের তাই এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই বলে জানান তিনি।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫দিনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন ও যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক (ভারঃ) লিংকন বিশ্বাসের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন বিএনপির নেতৃবৃন্দরা।

এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেন, জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ ইয়াসিন, জেলা যুবদল সদস্য মনিরুল ইসলাম, খাইরুল ইসলাম, মোঃ ইসমাইল জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার

হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে-বর্তমান বাজারে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, মরিচ গুঁড়ো দুধ, শাকসবজীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামে অসহায় ক্রেতা। মোটা চাল এখন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, চিকন চাল ৭০ থেকে ৮০ টাকা, আটা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ভোজ্য তেলা ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা, মসুর ডাল ১১০ থেকে ১৩০ টাকা, গুঁড়ো দুধ ৫৯০ থেকে ৬৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ ১০০ টাকার নীচে নামে না।

সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিকহারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার।

এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন’ হিসেবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৯০ শতাংশ, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৪ শতাংশ, ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক।

জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, সরকারের কোনো দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

ছাড়াও গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস সাধরণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে।

চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তার পরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান।

এমতাবস্থায় ক্ষুধা, অনাহার, অর্ধাহারে বিপন্ন দেশের মানুষকে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএনপি আপনার প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির স্মারকলিপি

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান ও ইলিয়াস হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা এ স্মারকলিপি তুলে দেন।

এসময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি, সদর সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, সভাপতি, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইয়্যেদুন নেছা নয়ন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি সাঈদুর সজন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহম্মেদ রনি।

স্মারকিলিপিতে বিএনপি জানায়, সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিক হারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার। এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন হিসাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক। জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন

গোষ্ঠী, যেন সরকারের কোন দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

এছাড়া গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বস সাধারণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভীড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তারপরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পক্ষ থেকে আহবান জানাচ্ছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে মেহেরপুর আড্ডা

ঢাকার তোপখানাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে চমৎকার মেহেরপুর আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের দোতলার কমিটি রুমে এ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মেহেরপুরের ইতিহাস –ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য মেহেরপুর ফাউন্ডেশন গঠন ও ইতিহাস ভিত্তিক একটি সম্পাদনা গ্রন্থ রচনা করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুর আড্ডা ও মধ্যাহ্নভোজে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের কৃতী সন্তান পথিকৃৎ ক্রীড়া সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের জীবন সদস্য মুহম্মদ কামরুজ্জামান, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কবি-সাংবাদিক-মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সৈকত রুশদী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের

স্থায়ী সদস্য কবি ও সাংবাদিক তারিক-উল ইসলাম, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহম্মদ রবীউল আলম,মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, লেখক-গবেষক নাফিজউদ্দিন খান, দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার মফস্বল সম্পাদক তসলিমা খাতুন, শিল্পানুরাগী আযম খান দীপু, সৈকত রুশদীর স্ত্রী কবি শিউলী জাহান রুশদী হক ও কন্যা শিল্পানুরাগী উপল রুশদী হক।

কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক সৈকত রুশদী এই মেহেরপুর আড্ডা ও মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।

বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মেহেরপুর পরিদর্শন ও আদালত মনিটরিং করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান। এসময় মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে বিচিরপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মেহেরপুর আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আলোচনা ও জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে আলোচনা ও আদালত পরিদর্শন করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা জজ মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম, জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক তহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিরিন নাহার, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন, মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা তথ্য অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক

অর্পণ করেন বিচারপতি। এরপর জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যকরি কমিটির সদস্যগণের সাথে আলোচনা করেন।

গাংনীর কাথুলীতে টিসিবির পণ্য বিক্রি

গাংনীর কাথুলীতে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৬০টাকার বিনিমযয়ে ২ কেজি সয়াবিন তেল, ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ কেজি চিনি ১০৫০ জনের মধ্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

এসময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা ও ট্যাগ অফিসার হিসেবে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুব আলম মন্টু উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া কাথুলী ইউনিয়ন শাখার কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আবু হানিফ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যেগে সারা বাংলাদেশ ব্যাপি সল্প মুল্যে পণ্য বিক্রয় করছে টিসিবি। সেই ধারাবাহিকতায় কাথুলী ইউনিয়নের ও অসহায় গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে টিসিবি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম চলমান। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে উদ্যোগ এই উদ্যোগ আমাদের সফলতা বয়ে আনবে এবং আমরাও শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সর্বদা প্রস্তুত রযেছি।

ইটের দাম আকাশ চুম্বী ॥ প্রশাসন নীরব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ইটভাটায় প্রতিদিন গড়ে ১০হাজার মন জ্বালানী কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে । ছড়াচ্ছে বিভিন্ন রোগবালাই । এতে পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি। পরিবেশ অধিদপ্তর মাস তিনেক আগে কয়েকটি ইটভাটায় অভিযান চালায়। এর পর আর তাদের দেখা মেলেনি। অভিযানের পর ভাটা চালু থাকলেও এর প্রভাব পড়েছে ভোক্তাদের উপর। ইটের দাম বেড়ে হয়েছে প্রায় দেড়গুন। ইটের পরিমাপ দৈর্ঘ প্রস্থ্য নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ। তবে ক্রেতা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্মকর্তাদের কোন কার্যক্রম চোখে পড়ার মতো নেই।

প্রাপ্ত তথ্যমতে গাংনী উপজেলায় মোট ৩৮ টি ইটভাটা রয়েছে। যার একটিরও কোন অনুমোদন নেই। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে ক্ষমতার জোরে ইটভাটা তৈরী করেছে। সচেতন মহলের অভিযোগ, যেখানে সেখানে ইটভাটা তৈরী হওয়ায় আবাদী জমিগুলো নষ্ট হচ্ছে। একটি ইটভাটা তৈরী করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়ফুট মাটি কেটে ইট তৈরী করে। এতে ফসলী জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ইটভাটার নির্গত কালো ধোয়ায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ও আশপাশের আবাদি জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। কোন ইটভাটায় অনুমতিপত্রের শর্তনুযায়ী কয়লা ব্যবহার করা হয় না । ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠ। বিশেষ করে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ ছাড়াও বাঁশের মোথা ব্যবহারের ফলে বাঁশঝাড় উজাড় হচ্ছে। বেশ কয়েকটি ভাটায় স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী কাঠ ফাড়ায় করা (স’) মিল।
ইটপোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ ও ২০০১ সনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের ৪ ও ৫ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরী করা যাবেনা। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবেনা। অথচ সকল ইটভাটায় কয়লার বদলে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রশাসনের লোকজন জরিমানা আদায় করলেও ইটভাটা বন্ধ করেনা। ফলে প্রভাবশালীরা প্রতি বছর নতুন নতুন ইটভাটা তৈরী করছে। স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, প্রতি বছর পরিবশে অধিদপ্তর ও ভাটামালিকদের যোগসাজসে নাম মাত্র অভিযান চালানো হয়। পরে আবার সব ভাটায় চালু থাকে। যে